দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...22 MAR 1995 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭.....

69

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা এখনো কাটেনি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (কুষ্টিয়া), ২১শে মার্চ (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা অব্যাহত রয়েছে। উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য ও ছাত্র শিবির আন্দোলন শুরু করলে দীর্ঘ তেত্রিশ দিন পূর্ব হতে এ অবস্থার উদ্ভব হয়। বর্তমান ভি,সি প্রফেসর এম, এ হামিদের প্রশাসনিক দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, মাদ্রাসা ক্যাটাগরিয়ার সিলেবাস প্রণয়ন ও চাকরি প্রদানে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ করে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য ৯ই ফেব্রুয়ারি হতে উপচার্য, বিরোধী আন্দোলন অব্যাহত আছে। এরই মধ্যে প্রশাসনিক ভবন, উপাচার্যের কার্যালয় ও বাসভবন তালাবদ্ধ করলে উপাচার্য ১৮ই মার্চ ১২টা হতে স্বপরিবারে বাসায় অবরুদ্ধ হয়েছে। ১৮ই মার্চের একাডেমিক কাউন্সিলের সভা ছাত্র সংগঠনগুলোর প্রতিরোধের মুখে অনুষ্ঠিত হয়নি। অচলাবস্থা নিরসনে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর রহমত আলী সিদ্দিকীকে আহ্বায়ক করে ১৩ সদস্যের কমিটির সাথে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের দু' দফা এবং ছাত্র শিবিরের সাথে বৈঠক ফলপ্রসূ হয়নি। ছাত্রদের বিভিন্ন দাবি–দাওয়া বাস্তবায়নের মাধ্যমে অবস্থার উন্নতির প্রস্তাব দিয়ে উপাচার্য তার প্রতিনিধি পাঠালেও ছাত্রঐক্য তাতে রাজি হয়নি। এ ব্যাপারে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের অঙ্গ সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের মোহাম্মদ আলী বলেন, এ উপাচার্য জিয়া পরিষদের নাম ভাঙিয়ে সুযোগ নিচ্ছে এবং জিয়া পরিষদের লেবাসে জামাতীদের স্বার্থ রক্ষা করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৪ জন শিক্ষকের মধ্যে যাদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে তার ২০ জন জামাত–শিবির ও বিভিন্ন মৌলবাদী। ছাত্র ইউনিয়নের নওয়াব আলী খান বলেন, দাবি বাস্তবায়নের জন্য আমরা বিভিন্ন সময় আন্দোলন করেছি মান্ধাতার আমলের ছাত্র আচরণবিধি, মাদ্রাসা স্টাইলের সিলেবাস ও অবৈধ নিয়োগ না করার জন্য আমরা দাবি জানিয়েছি কিন্তু কাজ হয়নি। এ সমস্ত সমস্যার একমাত্র সমাধান হিসেবে আমরা এই রাজাকার ভিসি'র পদত্যাগ দাবি করেছি এবং এটা করার মধ্য দিয়ে আন্দোলনের সমাপ্তি হতে পারে। ছাত্রলীগ (শা–পা) ও ছাত্র মৈত্রীর মীর জিল্লুর ও মনোয়ার আজাদ বর্তমান অচলাবস্থা নিরসনে ভিসি'র পদত্যাগই একমাত্র উপায় বলে মন্তব্য করেন। শিক্ষক কর্মকর্তার মধ্যে একটা বড় অংশ বর্তমান ভিসির কার্যক্রমে অতিষ্ঠ তবে তাদের সমিতি সরাসরি মাঠে না নামায় তারা সরাসরি ভূমিকা নিতে পারেনি। শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোঃ মোকলেসুর রহমানের সাথে যোগাযোগ করলে তিনি জানান, সমিতির বৈঠক ছাড়া তিনি স্পষ্টভাবে কিছু বলতে পারেন না। পদত্যাগ সম্পর্কে ভিসি'র প্রতিক্রিয়া জানার চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি কারণ তার বাসায় তালা ও টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন।